সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা

২২/২২ খিলজি রোড

মোহম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

বিশেষ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ,চেয়ারপার্সন, এসডিএফ, সাবেক সিনিয়র সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সভার তারিখ ও সময়: ১৬ নভেম্বর ২০২০, সকাল ১১:০০ ঘটিকা

সভার স্থান: সম্মেলন কক্ষ, এসডিএফ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা: পরিশিষ্ট ১ এ সন্নিবেশিত।

অদ্য নভেম্বর ২৬, ২০২০ তারিখে এসডিএফ বোর্ড অব ডিরেক্টর এর চেয়ারপারসন জনাব আবদুস সামাদ (সাবেক সিনিয়র সচিব) এর সভাপত্বিতে এসডিএফ-এর প্রধান কার্যালয়ে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি সভাটি আয়োজনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ধন্যবাদ জানান এবং সভায় অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছাসহ স্বাগত জানান। তিনি কোভিড ১৯ পরিস্থিতি মোকেবেলার জন্য সবাইকে অফিসে, বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে সর্বদা সচেতন থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ প্রদান করেন। কোভিড ১৯-এর বর্তমান সংক্রমণের ভয়াবহতাকে হালকাভাবে না নিয়ে সর্বদা সতর্ক থাকার আহবান জানান। স্বাস্থ্যবিধির বিষয়ে কোন অবহেলা না করার বিষয়ে তিনি মাঠসহ সকল সহকর্মীদের সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেন ।

তিনি এসডিএফ এর মূল লক্ষ্য হিসেবে দারিদ্র বিমোচন, গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রান্তিক, অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়ন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি, দারিদ্র বিমোচনে বর্তমান সরকারসহ বেসরকারি উদ্যোগ এর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন এসডিএফ সরকারের একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে দারিদ্র বিমোচনসহ পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে ভূমিকা পালন করছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

তিনি বলেন, এইচআর পলিসি, নিয়োগ, পদোন্নতি,বদলি ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি বিধান অনুসরণ করার পাশাপাশি এসডিএফ-এর পলিসি ও সুবিবেচনা প্রয়োগ করে ন্যায়ানুগ ও স্বচ্ছ করতে হবে। যে কোন যুদ্ধ জয়ের জন্য যেমন পদাতিক বাহিনী, আর্টিলারি বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর সমন্বয় দরকার তেমনি একটা সংস্থার সফলতার জন্য সুশৃংখল, মেধাবী, সাহসী, অঙ্গিকারাবদ্ধ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ মানবসম্পদ দরকার। এইচ আর পলিসিতে মেধা ও যোগ্যতা, অংগীকার, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা বিবেচনা করা ও জ্যেষ্ঠতা বিবেচনায় নেয়া একান্তভাবে আবশ্যক ।

সভাপতি উল্লেখ করেন যে, সরকারি দপ্তরে প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য Personnel Data Sheet (PDS) আছে যেখানে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর শিক্ষাগত, প্রশিক্ষণ ও চাকরি অভিজ্ঞতার যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশিত রাখা হয়। অনুরূপভাবে

এসডিএফ এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের যাবতীয় তথ্য হালনাগাদ রাখার জন্য পিডিএস চালু করতে হবে। এসডিএফ-এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তৈরীকৃত পিডিএস ফরমটি প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিসহ পূরণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করবেন। এসডিএফ-এর এইচ আর বিভাগ যথাযথভাবে তা যাচাই-বাছাই করবে এবং প্রয়োজন মোতাবেক দাখিলকৃত সনদসমূহ সরেজমিনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে যাচাই সম্পন্ন করবে । এ বিষয়ে একটা সময় সীমা নির্ধারণপূর্বক অফিস সার্কুলার জারি করার জন্য তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অনুরোধ জানান।

নিয়োগ প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হয় এ বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে জিএম, এইচআর জানান যে, সংস্থার প্রয়োজন মোতাবেক ১টি দৈনিক বাংলা পত্রিকা এবং ১টি দৈনিক ইংরেজি পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। অত:পর নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত সকল আবেদন পত্রের একটি ডাটাবেইজ প্রস্তুত করার পাশাপাশি প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি ৩/৫ সদস্যবিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করার পরে নিয়োগ কমিটি লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার দিন সকালে অথবা পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আগের দিন প্রস্তুত করা হয়। জিএম, এইচআর উল্লেখ করেন যে এসডিএফ এর বোর্ড অব ডিরেক্টর কর্তৃক ০৬/০৪/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮৪তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিয়োগ এবং পদোন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুইটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি উক্ত কমিটি দুটির সম্পর্কে জানতে চাইলে জানানো হয় যে, জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত নিয়োগ বা পদোন্নতির জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে ৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি রয়েছে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা যথাক্রমে পরিচালক (অর্থ ও ক্রয়), পরিচালক/ মহাব্যবস্থাপক (এইচআর) ও চেয়ারপার্সন কর্তৃক মনোনীত ১জন আঞ্চলিক পরিচালক এবং ১ জন সরকারী কর্মকর্তা এবং জিএম (প্রশাসন) । পরিচালক এবং তদুর্দ্ধ পদে নিয়োগ বা পদোন্নতির জন্য চেয়ারপার্সন মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি রয়েছে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা যথাক্রমে ৪ জন বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর সম্মানিত সদস্য এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক। চেয়ারপার্সন, চাকরির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রয়োজনবোধে কমিটি পুনর্গঠন করার আহবান জানান। তিনি প্রয়োজনে ১ম শ্রেণী কর্মকর্তাদের জন্য একটি কমিটি এবং ১ম শ্রেণীভুক্ত নয় এমন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেও জন্য ভিন্ন কমিটি গঠন করার পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতির এর অপর এক প্রশ্নের জবাবে জিএম এইচ আর জানান, চাকরির ক্ষেত্রে জেলা কোটা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন করানো হয় না। তবে প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ পত্রে উল্লেখিত কর্মস্থলে যোগদানের সময় তার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিষয়ক সনদ যাচাই করা হয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ বা অভিভাবকের একটি অঙ্গিকারনামা গ্রহণ করা হয়।

পদোন্নতি বিষয়ে সভাপতি অধিকতর স্বচ্ছতা আনায়নের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। কেউ একাধিকবার পদোন্নতি পাচ্ছেন, আবার কেউ মোটেই পাচ্ছে না এমন যাতে না হয় সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। তিনি বলেন পদোন্নতি বিষয়ে সুনিদিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জেষ্ঠ্যতা মূল্যায়ন করতে হবে এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। পদোন্নতি বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে জিএম, এইচআর সভাকে অবহিত করেন যে, মাঠ পর্যায় থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদোন্নতির প্রস্তাবনা প্রাপ্তির পরে এ সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক পদোন্নতি সংক্রান্ত প্রস্তাবনা এবং এইচআর থেকে বিগত ৩ বছরের Performance Appraisal Form সহ অন্যান্য তথাদি মূল্যায়ন করে পদোন্নতির তালিকা চূড়ান্ত করা হয়।

পদায়ন বিষয়ে সভাপতি বলেন যে এ বিষয়ে কিছু অভিযোগ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে জানতে চাইলে জিএম, এইচআর বলেন যে পদায়ন-এর ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটি পদায়ন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেন । এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, ইতোপূর্বে ২০১৫ সনে SIPP II থেকে NJLIP শীর্ষক বর্তমান প্রকল্পটি শুরুর সময় প্রকল্প পরিকল্পনা (Project design) অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উক্ত প্রকল্পে আত্মীকরণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু Design মোতাবেক NJLIP শীর্ষক প্রকল্পটির Phase out কর্মকাণ্ড বিগত অক্টোবর ও নভেম্বর ২০১৯ সনে সম্পন্ন হয় বিধায় মাঠ পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকরির অবসান হয়েছে যা তাদের নিয়োগপত্রে যথাযথভাবে উল্লেখ ছিল। এ ছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক SIPP II শীর্ষক প্রকল্প থেকে প্রায় ১৩৭ জন মাঠ কর্মীর চাকরি বিগত জুন ২০২০ সনে অবসান হয়েছে। বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর ১০৯ তম এবং ১১১তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্য থেকে পদায়নযোগ্যদের বাছাই করার জন্য দুটি কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক পদায়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়া স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি এসডিএফ-এর এইচআর পলিসিসহ অন্যান্য বিভিন্ন দাপ্তরিক আদেশ SDF's Website -এ Upload করার জন্য বলেন।

সভার এ পর্যায়ে সভাপতি অংশগ্রহণকারী অন্যান্য কর্মকর্তাদের মতামত প্রকাশের আহবান জানালে ডিজিএম (ইয়ুথ অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট) বলেন কর্মদক্ষতা বিবেচনায় পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি থাকলে ভালো হতো। জিএম (সিবিসেল) বলেন এইচআর পলিসি এবং বিভিন্ন বদলি আদেশ তিনি পাননি। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন বিভিন্ন দাপ্তরিক আদেশ SDF's Website -এ Upload করার জন্য ইতোমধ্যে বলা হয়েছে। জিএম (কমিউনিকেশন) বলেন আমাদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করা জরুরী। ডিজিএম (এসআইডি) বলেন মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিদর্শন ও সহায়তা প্রদানে গতিশীলতা আনার জন্য ডিজিএম পর্যন্ত বিমানে ভ্রমণের সুযোগ প্রদানের অনুরোধ জানান। জিএম (এমইএল), জিএম (টেকনিক্যাল), জিএম (জিএ)সহ উপস্থিত সকল কর্মকর্তা বর্তমান বেতন স্কেল বৃদ্ধি করার অনুরোধ জনান। এ ছাড়া পরিচালক (অর্থ ও ক্রয়) এসডিএফ এর স্থায়ী কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) করার অনুরোধ জানান। পরিচালক (আইপিকিউডি) উল্লেখিত কমিটিসমূহ পুনর্গঠন করার অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন এসসিএমএফপি শীর্ষক প্রকল্পে যে বেতন কাঠামো ধরা হয়েছিলো তা Planning Division থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ইতোপূর্বে NJLIP প্রকল্পের ক্ষেত্রেও ইআরডি কর্তৃক এসডিএফ-এর কর্মকর্তা ওকর্মচারীদের বেতন ভাতাদি নির্ধরণ করা হয়েছিল। বেতন-ভাতাদি বিষয়ে সভাপতি বলেন কর্মীদের বেতন প্রচলিত বাজারমূল্য ও যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে হতাশার সৃষ্টি হয় । সর্বত্রই এর প্রভাব পড়ে এবং কমিটমেন্ট কমে যায়।। 'বেতন কমবে না'-এটাই সরকারি নীতি। সভাপতি বিষয়টি রিভিউ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলেন । তিনি সবার জন্য স্বাভাবিক ন্যায় বিচার প্রয়োগ করার আহবান জানান। সভার সভাপতি উল্লেখ করেন এসডিএফ-এর প্রোগ্রাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মাঠের সাথে প্রোগ্রামের সমন্বয় ও তদারকি থাকতে হবে। সকল স্তরকে কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ সহায়তা করতে হবে।

এসডিএফ এর একটি স্থায়ী কাঠামোর বিষয়ে সভাপতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এবিষয়ে ইতোপূর্বে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন। সভাপতি স্থায়ী কাঠামোর জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালককে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানান।

প্রকল্পভিত্তিক চাকরি করে অনিশ্চয়তা নিয়ে জনগণের কল্যাণে মনোনিবেশ করা কঠিন বলে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি পেনশন প্রথা চালু করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এসডিএফ কেবলমাত্র বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। ইতোপূর্বে এডিবি-এর তহবিল প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল যা সফল হয়নি বলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাপতিকে জানান। এ বিষয়ে তিনি সভাকে জনান যে, সভাপতি ও তিনি বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করবেন। তিনি বলেন তহবিল প্রাপ্তির জন্য একাধিক দাতা সংস্থা এগিয়ে আসলে এসডিএফ এর স্থায়ী কাঠামো বা চাকরি স্থায়ীকরণের সমস্যাসমূহ অনেকাংশে দূর হবে। সভার সভাপতি তার এ বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ

১. এসডিএফ-এর স্থায়ী কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক উদ্যোগ নিবেন।

২. এসডিএফ এর মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস এবং প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পিডিএস ফরম প্রেরণ করা হবে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক পূরণকৃত ফরমসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় এইচআর বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এইচআর বিভাগ প্রয়োজনমাফিক যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে।

৩. এসডিএফ-এর এইচ আর পলিসি, নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদিসহ সকল অফিস অর্ডার এসডিএফ এর ওয়েব সাইটে দেয়া হবে।

৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ফেসবুক গ্রুপ চালু করার দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে।

৫. প্রকল্প কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালক-আইপিকিউডি/অপারেশনের তদারকীতে সম্পন্ন করে অভিযোগ প্রমানিত হলে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এইচআর ডিভিশনকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলতে হবে।

৬. প্রমোশন এর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, এসডিএফ-এ কর্মকাল, মেধা ও যোগ্যতা ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়া হবে।

৭. নিয়োগ/ পদোন্নতি/পদায়ন এবং বদলী সংক্রান্ত কমিটি পুনর্গঠন করতে হবে ।

৮. এসডিএফ-এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Medical compensation প্রদানের ক্ষেত্রে তার স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং বাবা-মার চিকিৎসা ব্যয় এসডিএফ কর্তৃক প্রদানে করণীয় নির্ধারণ করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯. আঞ্চলিক পরিচালকগণ পরিচালক-আইপিকিউডি/অপারেশন-এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে রিপোর্ট করবে।

১০. পে ইক্যুয়ালাইজেশন এর অংশ হিসেবে এসসিএমএফ প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বাজেট বরাদ্দ থেকে কী করা যায় তা ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালক অর্থ ও ক্রয় যাচাই বাছাই করে অগ্রগতি সভাপতিকে জানাবেন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মো. আবদুস সামাদ
চেয়ারপার্সন,সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ও
সাবেক সিনিয়র সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

অনুলিপি:

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

২। সকল পরিচালক

৩। সকল আঞ্চলিক পরিচালক

৪। সকল মহাব্যবস্থাপক